pioneerpaper.in
PAGE NO.

এসো চিনি গ্রন্থাগার

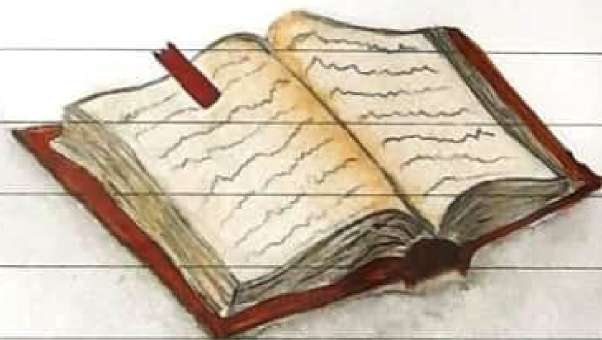

"কবিতা, গল্প, উপন্যাস আমাদের পড়তে ভালো লাগে,
সময় কি অতো আমাদের হাতের কাছে আছে?
কিন্তু তবু মনে হয় পড়ি নতুন নতুন বই,
অ্যাডভেঞ্চার, গোয়েন্দা সব সাহিত্যিক বই
অত বই পাবো কোথায় কে বা দেবে হাতে
বন্ধুত্ব রাখতে হবে গ্রন্থাগারের সাথে,
নতুন নতুন বই আছে সেথা পাবে তুমি হাতে
এসো চিনি গ্রন্থাগার নতুন বইয়ের সাথে।"

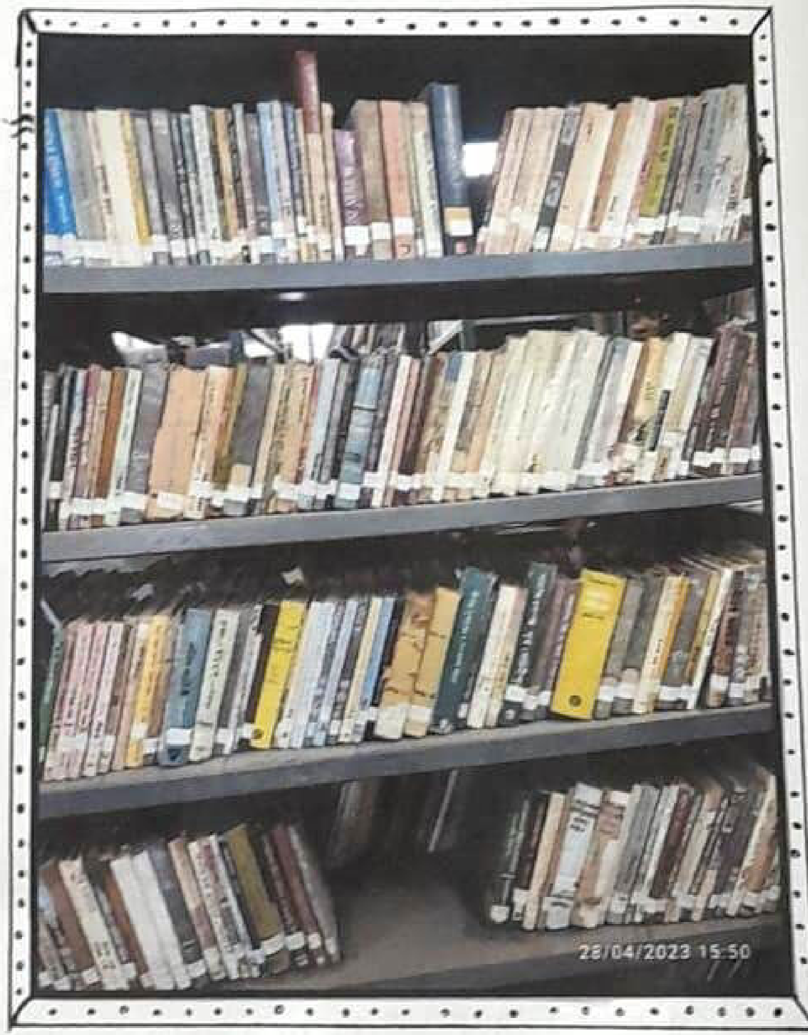
28/04/2023 15:50

① ভূমিকা :-

সভ্যতার অগ্রযাত্রায় মানুষের নির্ভরযোগ্য এক সঙ্গী গ্রন্থাগার। জ্ঞান সৃষ্টি, জ্ঞান সংরক্ষণ এবং এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের জ্ঞানের প্রবাহ নিশ্চিত করেছে গ্রন্থাগার। সেই প্রজন্মের সঙ্গে সমাজের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে মানব সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে এই গ্রন্থাগার।

গ্রন্থাগারের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Library'-র উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন শব্দ 'Libar' থেকে। 'Libar' শব্দটি থেকে এসেছে 'Librarium' যার অর্থ হল 'বই রাখার স্থান'। এর থেকে উদ্ভুত হয়েছে ফরাসি শব্দ 'Librairie', যার অর্থ 'বইয়ের সংগ্রহ'। গ্রন্থাগার বলাতে সাধারনত যেখানে তথ্য সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়, সংরক্ষণ করা হয় ও চাহিদা অনুযায়ী দ্রুত পাঠককে প্রদান করা হয় তাকেই বোঝায়। তাই বলা যায়, গ্রন্থাগার একটি জীবন্ত উপকরন, যা অতীতের সমস্ত তথ্য সংরক্ষণ করে রাখে বর্তমান প্রজন্মের ব্যবহার করার জন্য। এটি এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা অতীত এবং বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে ও তাদের মধ্যে সংযোগস্থাপন করে যা তথ্য সমূহের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ব্যবহার উপযোগী করে তোলে।

সভ্যতার আদি কাল থেকে মানুষ কোনো না কোনো ভাবে জ্ঞানকে সংরক্ষণ করার জন্য উদগ্রীব ছিল। প্রাচীনকালে গ্রন্থাগারকে বলা হতো 'প্রোটো লাইব্রেরী'। ঐতিহাসিকদের মতে গ্রন্থাগার-এর সূচনা হয়েছিল সংগৃহীত নথিসমূহকে সাজানোর মাধ্যমে। তখন গ্রন্থাগারগুলি সংরক্ষণ করা হতো বিভিন্ন ধর্মীয়, রাজনৈতিক, ব্যক্তিগত এবং বানিজ্যিক তথ্যাবলী। গ্রন্থাগারের ইতিহাসের শুরু ২৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। প্রাগৈতিহাসিক থেকে ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে। তক্ষশীলা ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অতীব সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব মিলেছে। মূলত প্রাচীন-

PAGE NO.

-কালে মন্দিরগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠত তখন গ্রন্থাগার। মিশর, প্যালেস্টাইন, ব্যাবিলন, রোম ও গ্রিসের গ্রন্থাগারগুলি প্রাচীনতম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রূপ হিসাবে মন্দির গ্রন্থাগার ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। গ্রন্থাগারের আদিমতম নিদর্শনগুলির মধ্যে সরাসরি নথির সংগ্রহাগার একটি তাৎপর্যপূর্ণ স্থান। প্রাচীনকালে এইসব তথ্য লিপিবদ্ধ হতো পোড়ামাটির ফলক পার্চমেন্ট রোল এবং কখনও তাম্র বা ব্রোঞ্জপাতে॥

জীবন রহস্য
ফেলুদা একাদশ
আমি সেই মেয়ে
গান্ধী
ফেলুদার পাঁচ
প্রিয়
৭
উপন্যাস
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

PAGE NO.

(২) বইয়ের শ্রেনীবিভাগ :-

লাইব্রেরীতে বইয়ের শ্রেনীবিভাগ হল বই ও অন্যান্য গ্রন্থাগারের উপকরন, যেমন - সিরিয়াল, সাউন্ড রেকর্ডিং, চলন্ত ছবি, মানচিত্র বিষয়ক উপকরন, পান্ডুলিপি ইত্যাদি সাজানো, স্তুপ করা, কোডিং এবং সংগঠিত করা প্রক্রিয়া। একটি ক্যাটালগ, গ্রন্থপঞ্জি এবং সূচির তাক বা এন্ট্রিতে তাদের বিষয় অনুসারে একটি পদ্ধতিগত, যৌক্তিক এবং সহায়ক ক্রমে একটি লাইব্রেরিতে শ্রেনীবিন্যাস সিস্টেম ব্যবহার করে কলনম্বর বরাদ্দ করার মাধ্যমে, যাতে ব্যবহারকারীরা দ্রুত এবং সহজে সেগুলি খুঁজে পেতে পারে।

কলনম্বরে একটি শ্রেনীর নম্বর রয়েছে যা শ্রেনীর প্রদান করে পদবী, একটি বই যা লেখকের প্রতিনিধিত্ব করে এবং একটি সংগ্রহ নম্বর যা এটির অন্তর্ভুক্ত তা বোঝায়।

লাইব্রেরীতে রাখা বিভিন্ন বইগুলি সবধরনের মানুষ, যেমন - প্রাপ্তবয়স্ক, প্রায় বয়স্ক, শিক্ষার্থী, শিশু সবার জন্যই থাকে। সেই হিসাবে বইগুলির যে বইগুলির করা যায়, তা হল -

১) বাঙালি বিখ্যাত সাহিত্যিকদের বইসমগ্র :

বাঙালি সাহিত্যিকদের অতুলনীয় সংগ্রহ প্রায় প্রতিটি লাইব্রেরীতে দেখা যায়। সাহিত্যিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ। এদের লেখা বিভিন্ন বই সব বয়সের মানুষের জন্যই থাকে।

২) গোয়েন্দা গল্পসমগ্র :

বাংলা তথা বিশ্বসাহিত্যের রোমাঞ্চকর কিছু গল্প দিয়ে সাজানো থাকে লাইব্রেরীর এই গোয়েন্দা গল্পসমগ্র। 'ব্যোমকেশ সমগ্র', 'ফেলুদা সমগ্র', 'পান্ডব গোয়েন্দা', 'কাকাবাবু সমগ্র' পাশাপাশি 'শার্লক

হোমস', 'হারকিউল', 'মিস মারপেল' ইত্যাদি গল্পগুলি থাকে লাইব্রেরীতে, এই গল্পগুলি প্রধানত তরুন পাঠকদের আকৃষ্ট করে।

3) অলৌকিক গল্প সমগ্র :

বাংলাসাহিত্যে অলৌকিক ও ভূতের গল্পের সমাহার বিপুল। পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্নপ্রকার অলৌকিক গল্পগুলি পাঠকদেরকে আকৃষ্ট করে তোলে। ভূতের গল্প নিয়ে সব মানুষের মনেই থাকে প্রবল আগ্রহ, তাই লাইব্রেরিতে এর বিশাল সংগ্রহ থাকে। তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তারানাথ তান্ত্রিক', বিভূতিভূষন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অলৌকিক ও ভৌতিক গল্প', শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'ভৌতিক গল্প সমগ্র', কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'মায়াভিলা', লীলা মজুমদারের 'সব ভুতুড়ে' প্রভৃতি গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও, বিশ্বসাহিত্যের গল্পগুলির মধ্যে থাকে - রাসকিন বন্ডের 'The House of Strange Stories', ব্রাম স্টোকারের 'Dracula', উইলিয়ম পিটার ব্ল্যাটির 'The Excorcist', শিরলেই জাকসনের 'The Haunting of Hill House' প্রভৃতি গল্পগুলি পাঠকদের আকৃষ্ট করে।

4) পাঠ্য বিষয়ক বইসমূহ :

স্কুল, কলেজের শিক্ষার্থীরাও পাঠ্য বিষয়ক বিভিন্ন বই এই লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করতে পারে। লাইব্রেরিতে বিজ্ঞান বিষয়ক, ভূগোল বিষয়ক, ইতিহাস বিষয়ক, দর্শন বিষয়ক, সাহিত্য বিষয়ক ইত্যাদি বিভিন্ন বই পাওয়া যায়, যা শিক্ষার্থীদের পড়াশুনায়, সাহিত্যকর্মে সাহায্য করে।

5) কম্পিউটার ও টেকনোলজি বিষয়ক বইসমগ্র :

লাইব্রেরীতে কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন বই পাওয়া যায়। এরফলে এই বিষয়ক বইগুলির পাঠকেরা অত্যন্ত উপকৃত হয়ে থাকেন। প্রযুক্তিবিদ্যায় এই বইগুলির গুরুত্ব অপরিসীম।

6) শিশুদের জন্য বই :

লাইব্রেরীতে শিশুদের জন্য বিভিন্ন বই থাকে। বাংলার বিখ্যাত সাহিত্যিকদের শিশুসমগ্র রাখা হয়। সুকুমার রায়ের 'হ-য-ব-র-ল', 'আবোল-তাবোল', উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'টুনটুনির বই', নারায়ন দেবনাথের 'নন্টে-ফন্টে', 'বাটুল দি গ্রেট', দক্ষিনারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি', সুকুমার রায়ের 'পাগলা দাশু', দাক্ষিনারঞ্জন মজুমদারের 'গোপাল ভাঁড়', পৃথিরাজ সেনের 'পঞ্চতন্ত্রের গল্প সমগ্র' প্রভৃতি বইগুলি শিশুদের আকৃষ্ট করে। এছাড়াও লাইব্রেরীতে থাকে শিশুদের জন্য বিভিন্ন ম্যাগাজিন, যেমন- শুকতারা, আনন্দমেলা প্রভৃতি।

7) প্রাপ্ত ও মধ্যবয়স্কদের জন্য বই :

লাইব্রেরীতে থাকে মধ্যবয়স্কদের জন্য বিভিন্ন বই। বিভিন্ন সাহিত্যিকদের লেখা বিভিন্ন বইগুলির এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এধরনের বইগুলির উল্লেখযোগ্য লেখক বা কবি হলেন - জীবনানন্দ দাশ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যাক্তিরা। এদের গল্পগুলি পাঠকদের গভীরভাবে আকৃষ্ট করে।

8) কল্পবিজ্ঞান বিষয়ক গল্প :

দেশি ও বিদেশি বহু কল্পবিজ্ঞান বিষয়ক গল্পের সমাহার থাকে লাইব্রেরীতে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য - সত্যজিৎ রায়ের 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু', 'প্রফেসর শঙ্কু', অ্যান্ডি উয়ারের 'The Martian', ফ্রাঙ্ক হারবার্টের 'Dune', টেড চিয়াং-এর 'Exhalation', জুয়েল ভার্নের 'Journey to the Centre of the Earth' প্রভৃতি।

9) অ্যাডভেঞ্চার গল্পসমূহ ও জীবনী :

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কাকাবাবু সমগ্র', বিভূতিভূষন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হিরা-মানিক জ্বলে', ড্যানিয়েলে ডিফোর 'রবিনসন ক্রুজ', জোনাথন সুইফ্টের 'গালিভার'স্ ট্রাভেল' প্রভৃতি অ্যাডভেঞ্চার বিষয়ক গল্পগুলি থাকে লাইব্রেরীতে। এছাড়াও লাইব্রেরীতে দেখা যায় বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যাক্তিদের জীবনী সংক্রান্ত বই। এসবই পাঠকদের উদ্বুদ্ধ করে।

10) পত্র-পত্রিকা :

লাইব্রেরীতে বিভিন্ন বইগুলির সাথে থাকে বিভিন্ন ম্যাগাজিন। ফুড, ট্রাভেল, সিনেমা, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ক ম্যাগাজিন দেখা যায়। এছাড়াও দেখা যায়, শিশুদের জন্য বিভিন্ন ম্যাগাজিন। ছোটো থেকে বড়ো সব বয়সের পাঠকদের জন্য লাইব্রেরীতে থাকে ম্যাগাজিন।

প্রধানত এইসকল বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে লাইব্রেরীতে বইগুলি রাখা হয়। পাঠকেরা তাদের নিজেদের পছন্দের বইগুলি এখান থেকে সংগ্রহ করে পড়তে পারেন ।।

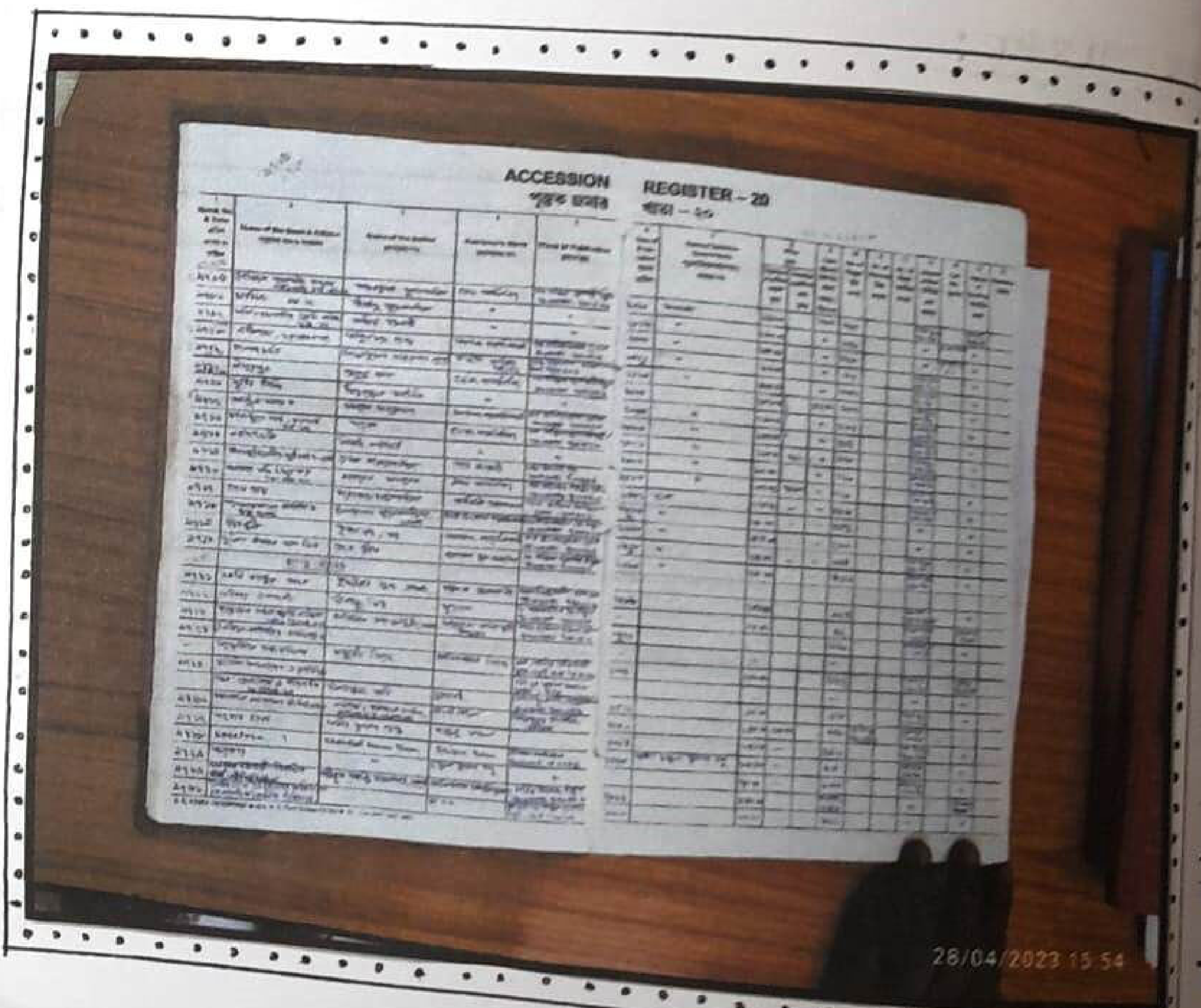
ACCESSION REGISTER – 20
28/04/2023 15:54

③ ক্যাটালগ অনুযায়ী লাইব্রেরিতে বই সাজানো :-

▨ লাইব্রেরিতে বিভিন্ন ধরনের পাঠ্যসামগ্রী থাকে, যেমন – প্রিন্ট ডকোমেন্ট, নন-প্রিন্ট ডকোমেন্ট ছাড়াও বর্তমানে ইলেকট্রনের ই-রিসোর্স জাতীয় তথ্য লাইব্রেরিতে রাখা হয়, লাইব্রেরিতে অসংখ্য বই থাকলেই হয় না তা পাঠকের হাতে সহজেই দেওয়া যায় বা পাঠক সেই বইগুলি সহজেই পেতে পারে তার জন্য সূচিকরন পদ্ধতি বা ক্যাটালগ অনুযায়ী বইগুলিকে সুন্দর করে সুছিয়ে রাখা দরকার।

• ক্যাটালগ অনুযায়ী লাইব্রেরিতে বই রাখার পদ্ধতি :

প্রথমে লাইব্রেরিতে কী কী বই আছে তার নাম ও বইটির লেখক কে তা ঠিকভাবে জেনে নেওয়া দরকার, তারপর যদি নতুন কোনো বই লাইব্রেরির অন্তর্ভুক্ত হয় তার নাম, লেখকের নাম নথিভুক্ত করতে হবে। লাইব্রেরিতে কোন কোন বই আছে তা জানার জন্য Accession Register বা পুস্তক জমার খাতা থাকে। এই খাতাতে বিভিন্ন ভাগ থাকে। এই 16 টি ভাগ নিম্নে বর্নিত করা হল –

i) ক্রমিক সংখ্যা, ii) পুস্তকের নাম ও সংস্করন, iii) লেখকের নাম, iv) প্রকাশকের নাম, v) প্রকাশ মূল্য, vi) প্রকাশ তারিখ, vii) পুস্তক বিক্রেতার নাম, viii) প্রকাশ স্থান, ix) ক্যাশ মেমো, x) পৃষ্ঠাসংখ্যা, xi) চিত্রসংখ্যা, xii) মানচিত্র সংখ্যা, xiii) ভলিউম এবং সাইজ, xiv) কল নাম্বার, xv) বাঁধাইয়ের ধরন ও xvi) মন্তব্য।

▨ এই 16 টি কলামে বইয়ের তথ্য থাকার কারনে পাঠক তার পছন্দসই বইয়ের বিষয়ে জেনে নিতে পারে। এখানে থাকা একসেসের নাম্বার অর্থাৎ ক্রমিক সংখ্যার কারনে বইগুলিকে সহজেই পাওয়া যায়, ধরা যাক কোনো এক নির্দিষ্ট লেখকের অনেকগুলি বই পরপর রাখা আছে পাঠক তার পছন্দের বইয়ের নম্বর জেনে নিয়ে সেখানে খুঁজলেই সহজে

পেয়ে যাবে, এই Accession Register – এর মধ্যে দিয়ে পাঠক জানতে পারেন যে সেই বইটি এখানে আছে নাকি নেই, আবার বই পড়ার জন্য বা বই নেওয়ার জন্য দুটি পদ্ধতি আছে। কিছু কিছু লাইব্রেরিতে থাকে – Open access system আবার কোথাও থাকে – Closed access system। প্রথম পদ্ধতি অর্থাৎ Open access system – এ পাঠক তার পছন্দমতো বই নিজের হাতে খুঁজে বা বেছে নিয়ে পড়তে পারে, কিন্তু দ্বিতীয় পদ্ধতি অর্থাৎ Closed access system – এ পাঠক তার পছন্দ অনুযায়ী বই বইয়ের নাম ও লেখকের নাম লাইব্রেরিয়ানকে বলতে হয় এবং তিনি সেই বই নিয়ে এসে পাঠকের হাতে দেন। বিভিন্ন লাইব্রেরীতে নানা ভাবে বই সাজিয়ে রাখা হয়, যেমন – কোনো একটি নির্দিষ্ট জায়গায় কেবলমাত্র গোয়েন্দা গল্পের বই থাকে। এর কারনে পাঠককে কষ্ট করে খুঁজতে হয় না এবং একইভাবে কোথাও পৌরানিক কাহিনির বই, কোথাও ভৌতিক ধরনের, শিশুসাহিত্য ইত্যাদি ধরনের বই সুন্দর করে রাখা হয় গ্রন্থাগারে। এই সমস্ত কারনেই লাইব্রেরিতে সূচিকরন পদ্ধতিতে বইগুলি রাখা দরকার ॥

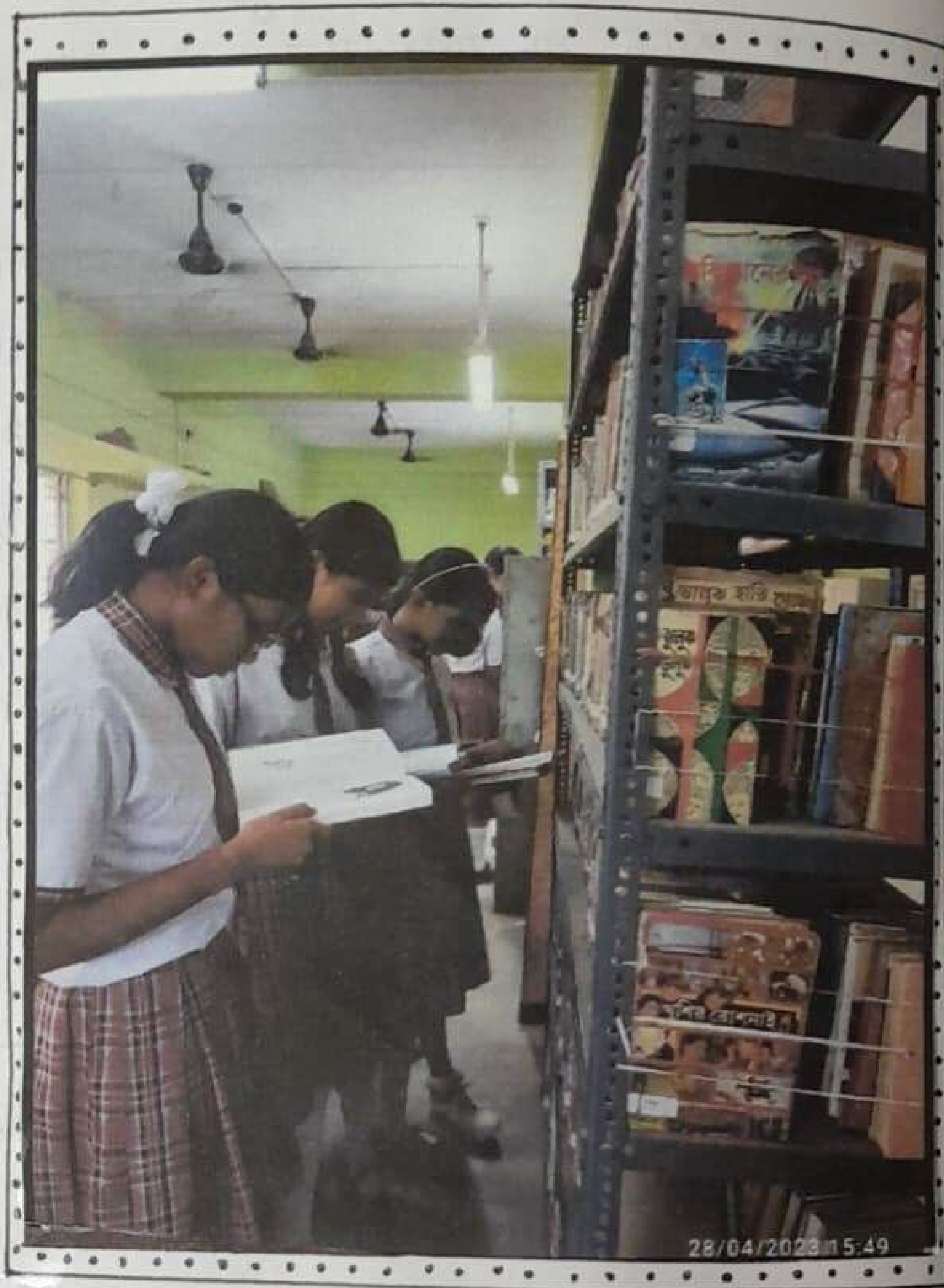
28/04/2023 15:49

PAGE NO.

(4) গ্রন্থাগার ব্যবহার পদ্ধতি :-

গ্রন্থাগার ব্যবহারের পদ্ধতি পাঠক ও গ্রন্থাগারিকদের ওপর নির্ভর করে।

- পাঠকের গ্রন্থাগার ব্যবহারের পদ্ধতি :

i) গ্রন্থাগারে পাঠককে শান্তি বজায় রাখতে হবে, গ্রন্থাগারের ভেতরে উচ্চস্বরে কথা বা মোবাইলে কথা বলা উচিত নয়।

ii) মূল্যবান সামগ্রী ও অন্যান্য ব্যক্তিগত জিনিস নিজ দায়িত্বে রাখতে হবে।

iii) গ্রন্থাগারে বিষয়ভিত্তিক বই সাজানো থাকে, যার থেকে নিজের সুবিধা মতো বই খুঁজে বার করা যায়।

iv) নিজের পছন্দের বই বাছাই করার জন্য ক্যাটালগ ব্যবহার করা যায়।

v) কোনো বই বের করে অন্য কোথাও না রেখে তা গ্রন্থাগারিকের টেবিলের ওপর রাখা উচিত।

- গ্রন্থাগারিক যেভাবে আমাদের গ্রন্থাগার ব্যবহারে সাহায্য করবে :—

i) আমাদের বই খোঁজার সুবিধা বা দ্রুততার জন্য গ্রন্থাগারিক 'Accession Register' খাতার ব্যবহার করে আমাদের বই খুঁজতে সাহায্য করতে পারেন।

ii) বিখ্যাত লেখকের নামের বই খুঁজতে আমাদের সাহায্য করেন।

iii) গ্রন্থাগারিক আমাদের নানান বই খুঁজতে, নানাধরনের লেখকের বই খুঁজতে সাহায্য করে।

iv) গ্রন্থাগারিক, কোনো বই আমরা যে যে পদ্ধতি অবলম্বন করে বাড়ি নিয়ে যেতে পারি তার ব্যবস্থা করে দেয়।।

5) লাইব্রেরির সংরক্ষণ পদ্ধতি :-

গ্রন্থাগার সংরক্ষণ হল গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের সামগ্রীকে চির রাখা, তাদের যত্ন নেওয়া, পোকামাকড় বা অন্য কোনো শত্রুর দ্বারা যাতে আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তা দেখা এবং ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা সারানোর ব্যবস্থা করা। এই সমস্ত প্রক্রিয়াকে বলা হয় গ্রন্থাগার সংরক্ষণ।

Library Conservation

↓ Preservation

↓ Restoration

- **গ্রন্থ সংরক্ষণ :** গ্রন্থ সংরক্ষণ হল যেকোনো গ্রন্থকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা এবং ক্ষতি হওয়া গ্রন্থের মেরামত করা বা সারাই করার জন্য যেসকল পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় তাকেই বলে গ্রন্থ সংরক্ষণ।

- **গ্রন্থাগার সংরক্ষণের প্রতিষেধক ব্যবস্থা :** অতিরিক্ত আলো, তাপ, আর্দ্রতা, অম্লতা, ধুলো, বালি, ময়লা, পরিবেশদূষণ জনিত নানাবিধ ক্ষতিকারক গ্যাস, ধোঁয়ার আক্রমণ থেকে গ্রন্থাগারের সম্পদকে রক্ষার জন্য অনুকূল পরিবেশ অপরিহার্য। এই অনুকূল পরিবেশের যে ব্যবস্থা তাকেই প্রতিষেধক ব্যবস্থা বলে।

- **গ্রন্থাগার সংরক্ষণে সহায়ক পরিবেশ :**
  - ☐ গ্রন্থাগার ভবন
  - ☐ উপযুক্ত আলো
  - ☐ শীততাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
    - → বায়ুচলাচল ব্যবস্থা।

→ পরিস্রুত বায়ু
→ তাপ নিয়ন্ত্রন
→ আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রন

■ **গ্রন্থাগার ভবন :** ① সঠিক স্থান নির্বাচন, ② নিখুঁত পরিকল্পনার নকশা, ③ মাটি পরীক্ষণ,

■ **উপযুক্ত আলো :** সরাসরি সূর্যের আলো যাতে গ্রন্থাগারে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা, যেমন— রোদ প্রতিহত করতে জানলায় পর্দা লাগানো বা জানলায় রঙিন কাচ ব্যবহার করা যেতে পারে।

■ **শীততাপ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা :** ① বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা, ② পরিস্রুত বায়ু

• **তাপ নিয়ন্ত্রন :** সংরক্ষণের জন্য সহায়ক তাপমাত্রা 20°C থেকে 25°C হওয়া বাঞ্ছনীয়। 50-55% আর্দ্রতা সংরক্ষণের অনুকূল পরিবেশ।

• **বইয়ের তাক :** কাঠের তাকের ক্ষেত্রে তিনফুটের বেশি চওড়া করা যাবে না, তাই কাঠের তাক মাঝে মাঝেই চুনকাম করতে হবে তা না হলে কাঠের পোকামাকড় তাড়াতাড়ি চলে আসে ফলে কাঠের তাকে রাখা বইগুলি অতি দ্রুত নষ্ট করে দিতে পারে। স্টিলের আলমারি, কাঠের আলমারির অপেক্ষা সংরক্ষণে সহায়ক। প্রতিদিন ও প্রতি সপ্তাহে নিয়মিতভাবে গ্রন্থাগারকে পরিষ্কার করতে হবে। ছত্রাকের দ্বারা ক্ষতির ক্ষেত্রে 5% ফেথাইল থাইমল আর কীটপতঙ্গ দ্বারা ক্ষতির ক্ষেত্রে 9% পেন্টাক্লোরোফেনল দিয়ে পরিষ্কার প্রয়োজন। সাধারনত তিনধরনের আরোগ্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে— ① Fumigation,
② ডিঅ্যাসিডিফিকেশন,
③ ল্যামিনেশন।

pioneerpaper.in
PAGE NO.

① **Fumigation** : ক্ষতিগ্রস্ত বইকে পোকামাকড়ের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য একটি ঘরের মধ্যে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে বিষাক্ত ধোঁয়া প্রয়োগ করা হয়। যে ধোঁয়ার আক্রমণে ঐসকল পোকার মৃত্যু হয় কিন্তু বইয়ের কোনো ক্ষতি হয় না, তাকেই Fumigation বলা হয়। ইহা ৩ প্রকার। যথা – ① থাইমল ফিউমিগেশন,
② ফরম্যালডিহাইড ফিউমিগেশন,
③ প্যারাডাইক্লোরোবেঞ্জিন ফিউমিগেশন।

② **ডি-অ্যাসিডিফিকেশন** : ডিঅ্যাসিডিফিকেশন পদ্ধতিটি নানাভাবে করা যায়। যথা – ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড বা ক্যালসিয়াম বাইকার্বনেটের কোনো মিশ্রণ ব্যবহার করা যায়, আবার ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম বাই-কার্বনেটের মিশ্রণও ব্যবহার করা যেতে পারে।

③ **ল্যামিনেশন** : এই কাজে ক্লোসাইন পেপার, শিফন, টিস্যু পেপার, সেলুলোজ অ্যাসিটেড ইত্যাদি চাররকম সামগ্রী ব্যবহার করা হয়॥

⑥ লাইব্রেরির উপকারিতা :-

গ্রন্থাগারের উপকারিতা :-

① গ্রন্থাগার থেকে আমরা অনেক বই সংগ্রহ করতে পারি, কোনো গল্পের বই, কোনো উপন্যাস, কোনো কাব্যগ্রন্থ যদি আমরা না কিনতে পারি তা আমরা খুব সহজেই লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করতে পারি।

② আমরা জানি লাইব্রেরীতে গেলে ~~নীরব~~ নিরব অবস্থা বজায় রাখতে হয়। ফলে সেখানে যাওয়া অভ্যাস করলে আমরা শান্তি-শৃঙ্খলতা বজায় রাখা শিখব।

③ গ্রন্থাগার আমাদের সবথেকে বেশি উপকার করে সর্বসাধারনের মধ্যে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে।

④ লাইব্রেরিতে গিয়ে বই পড়লে, বিভিন্ন ম্যাগাজিন পড়লে আমাদের অন্যান্য কিছু পড়ার সময় বানান নির্ভুল হবে।

⑤ গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বই থেকে আমরা বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে পারি, দেশ-বিদেশের নানান লেখক-লেখিকাদের কথা জানতে পারি।

7. লাইব্র

যেকোন

গুরুত্বপূর্ণ, শৃঙ
নিয়ে যেতে
শৃঙ্খলাভাবে
করতেই হয়।

(i) বই পড়া
হবে।

(ii) বুক সেল্ফে

(iii) বই রাখার

(iv) বইয়ের পা

• কিছু ব্যাপারে

(i) বই পড়ার স

(ii) বইয়ের পাত

(iii) সরাসরি স্

• কিছু গুরুত্বপূ

i) কাউকে বই
রাখা উচিত।

ii) বই নেওয়ার
নেওয়া হয়েছি

iii) সঠিক সময়

⑦ লাইব্রেরীর শৃঙ্খলা :-

যেকোনো নিত্যপ্রয়োজনীয় স্থানে শৃঙ্খলতা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শৃঙ্খলতা প্রত্যক্ষভাবে বর্তমান ও পরবর্তী প্রজন্মকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। গ্রন্থাগারে কিছু নিয়ম মেনে বই পড়লেই শৃঙ্খলাভাবে জ্ঞান আহোরন করা সম্ভব। কিছু নিয়ম আমাদের পালন করতেই হয়। যেমন —

(i) বই পড়া হয়ে গেলে নির্দিষ্ট লেখকের নামানুসারে বই গুছিয়ে রাখতে হবে।

(ii) বুক সেল্ফে সোজাসুজি বই রাখতে হবে।

(iii) বই রাখার জায়গা পরিষ্কার রাখতে হবে।

(iv) বইয়ের পাতা ছেঁড়া উচিত নয়।

• কিছু ব্যাপারে সাবধানতা :-

(i) বই পড়ার সময় কলম দিয়ে দাগ দেওয়া উচিত নয়।

(ii) বইয়ের পাতা ভাঁজ করা উচিত নয়।

(iii) সরাসরি সূর্যের আলোর সংস্পর্শে বই রাখা উচিত নয়।

• কিছু গুরুত্বপূর্ন বিষয় :-

i) কাউকে বই দিলে তার নাম, যোগাযোগ নম্বর আর ঠিকানা লিখে রাখা উচিত।

ii) বই নেওয়ার পর ফেরত নেওয়ার সময় বইটিকে যেরকম ভাবে নেওয়া হয়েছিল, ঠিক সেভাবেই ফেরত দিতে হবে।

iii) সঠিক সময় বই ফেরত দেওয়া উচিত।

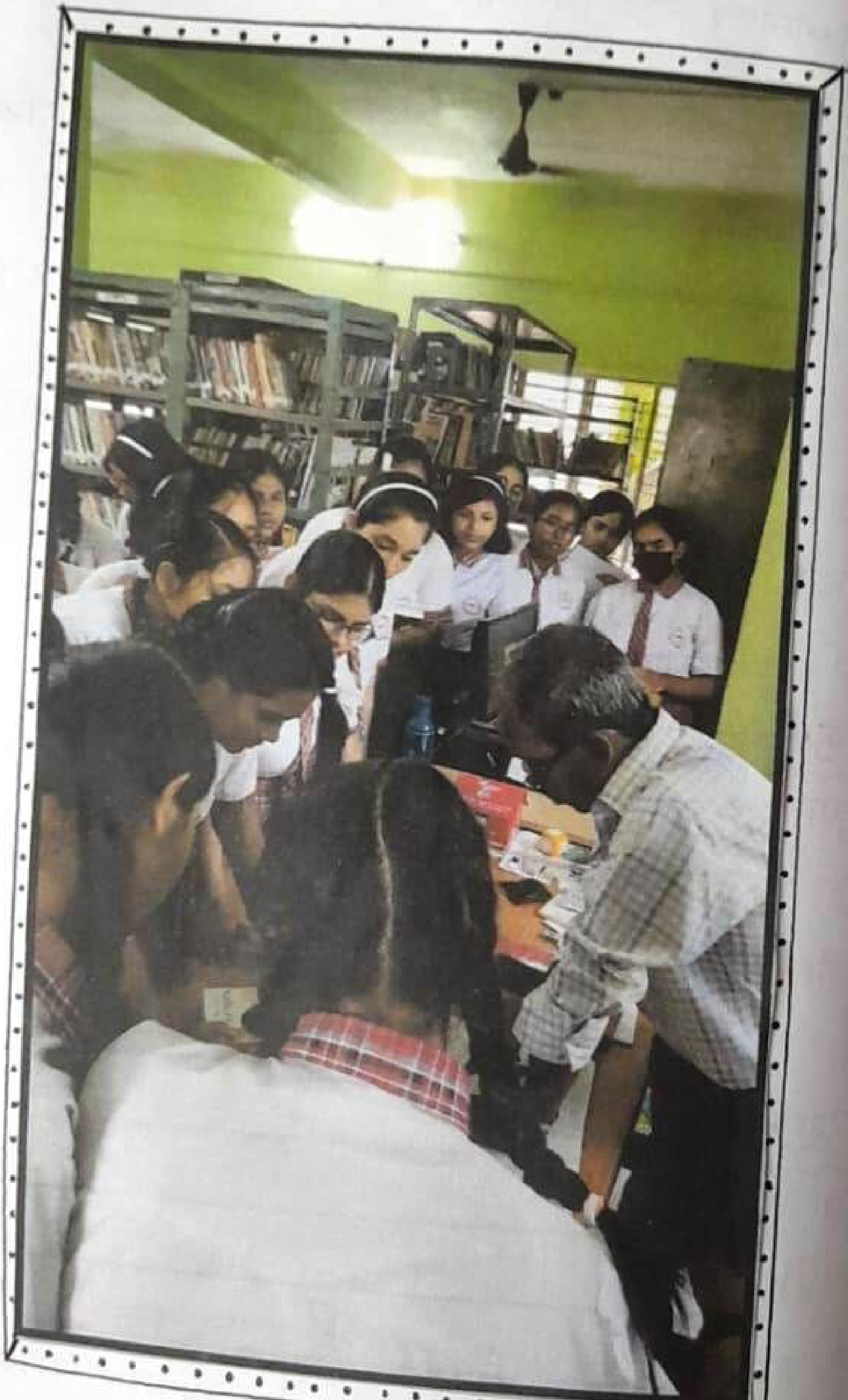

④ ই-ল

• E. Lib

পদ্ধতিগুলি

কম্পিউটা

করতে প

ব

অন্তর্ভুক্ত ক

এবং এব

সদস্যদেরকে

করা হলে

করা হয়

• Online

অ

রাখে লাইব্র

সদস্যরা যা

সংগঠিত ক

অনলাইনের

মাধ্যমে অ

করা সহজ

-স্বরূপ ফাইল

④ ই- লাইব্রেরী :-

• E. Library :
ই-লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনা একটি অ্যাপ্লিকেশন যা লাইব্রেরি পদ্ধতিগুলিকে বোঝায় যা সাধারণত লাইব্রেরিয়ান পরিচালনা করেন। কম্পিউটারাইজ সিস্টেম ব্যবহার করে তিনি নতুন বই ও ভিডিও যোগ করতে পারেন।

বই এবং ছাত্রছাত্রী রক্ষণাবেক্ষণ মডিউল এছাড়াও এই পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যা ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের ট্র্যাক রাখবে লাইব্রেরি এবং একটি বিস্তারিত বিবরণ একটি গ্রন্থাগারে থাকা বই সম্পর্কে, সদস্যরেকর্ডের ক্ষতি হয় যা সাধারণত অকম্পিউটারাইজ পদ্ধতি ব্যবহার করা হলে। সুবিধা এবং আরও দক্ষ উপায়ে লাইব্রেরি সিস্টেম তুলনা করা হয় যা কম্পিউটারাইজ নয়।

• Online Library :
অনলাইন লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনা একটি পদ্ধতি যা তথ্য বজায় রাখে লাইব্রেরিতে উপস্থিত বই সম্পর্কে তাদের লেখক, গ্রন্থাগারের সদস্যরা যার বই জারি করা হয়। লাইব্রেরি স্টোর এবং এই সবকিছু সংগঠিত করা খুব কঠিন। এই অগ্রগতির কারণেই প্রযুক্তি, একটি অনলাইনের সংগঠন লাইব্রেরি অনেক সহজ হয়ে যায়। এই পদ্ধতি মাধ্যমে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই লাইব্রেরি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা সহজ হয়। এই ব্যবস্থায় কাগজের ঝুঁকি নিবারন হয়। উদাহরণ -স্বরূপ ফাইল হারিয়ে যাওয়া, ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া এবং সময় সাপেক্ষ।

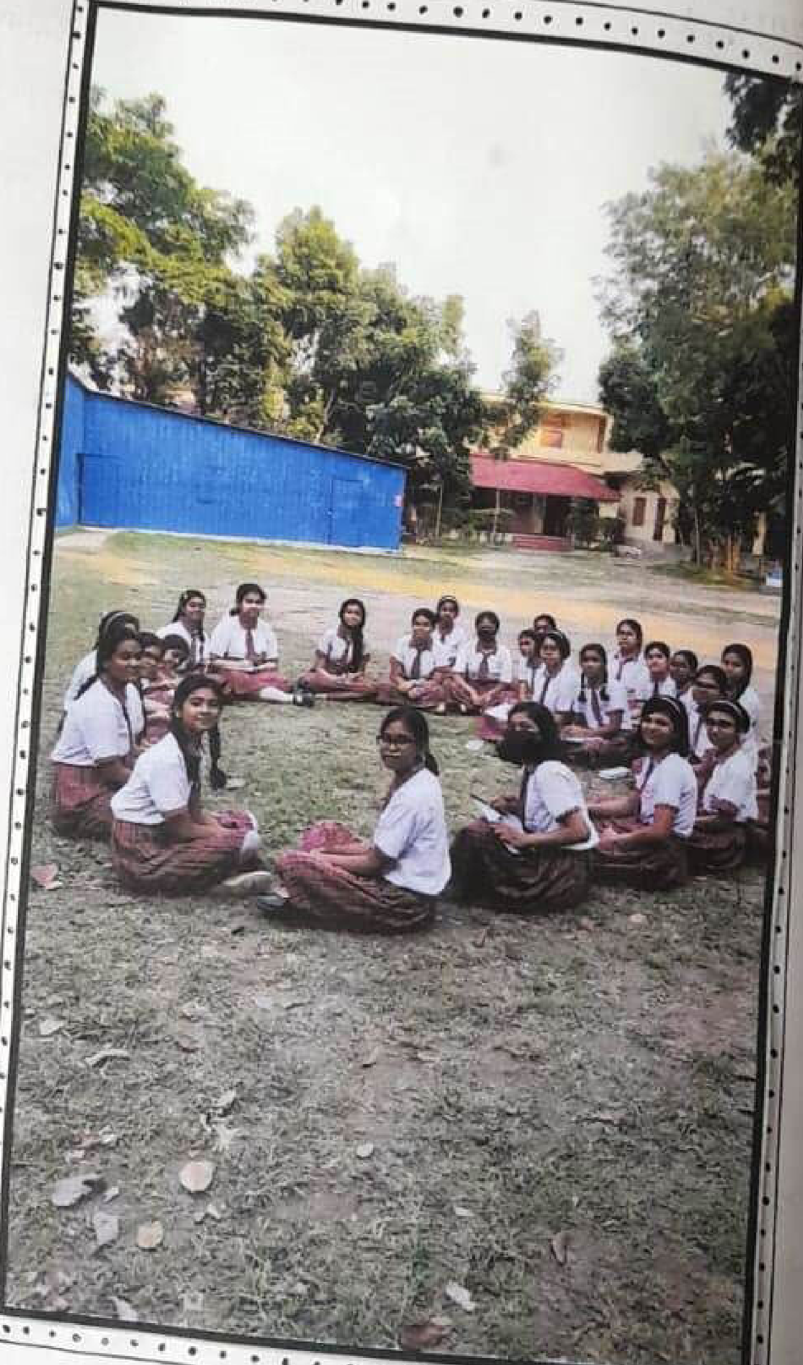

৩) **উপসংহার :-**

জীবনে পরিপূর্ণতার জন্য জ্ঞানের বিকল্প আর কিছু হতে পারে না। শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির সমৃদ্ধি সাধনে গ্রন্থাগারের অবদান অতুলনীয়। গ্রন্থাগার জাতির সভ্যতা ও উন্নতির মানদন্ড। গনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনশিক্ষা প্রয়োজন, গ্রন্থাগার তা পূর্ন করতে পারে। সেজন্য নগর-নগরী থেকে বহুদূর গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত প্রতিটি জনপদের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত অপরিহার্য। তাই গ্রামাঞ্চলের গ্রন্থাগার গুলিকে শিক্ষা বিস্তারের আন্দোলনের সাথে যুক্ত করে সাধারন মানুষের অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্র করে তুলতে হবে। গ্রন্থাগার ব্যবহারের মধ্য দিয়েই মানুষ তার জ্ঞানের অমৃত পিপাসাকে নিবারন করতে পারে। তাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন- "বিদ্যুৎকে মানুষ লোহার তার দিয়া বাঁধিয়াছে, কিন্তু কে জানিত সংগীতকে, হৃদয়ের আশাকে, জাগ্রত আত্মার আনন্দ ধ্বনিকে, আকাশের দৈববানীকে সে কাগজে মুড়িয়া রাখিবে! কে জানিত মানুষ অতীতকে বর্তমানে বন্দি করিবে! অতল স্পর্শ কালসমুদ্রের উপর কেবল এক এক খানি বই দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিবে!"

একটি সমাজের রূপরেখা বদলে দিতে পারে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার।